



180122 - অসুস্থ ব্যক্তি কি তায়াম্মুম করতে পারবে কথিবা দু'য়রে অধিক নামায একত্রে আদায় করতে পারবে কথিবা নাপাক ডায়াপার নয়িে নামায পড়তে পারবে?

প্রশ্ন

এক ব্যক্তি শারীরিকভাবে অক্ষম; নড়াচড়া করতে পারে না। তার বোন ছাড়া তাকে দেখাশুনা করার আর কউে নইে। তার বোন তাকে পায়খানা-পশোব করান এবং যতদূর সম্ভব তার লজ্জাস্থান থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে রাখনে। আলহামদু ললিলাহ্; সে ব্যক্তি নামায আদায় করে। তার বোন তনিবার তার Diaper পরবিত্তন করে দেয়ে। কন্টি, এতে অসুস্থ ব্যক্তির ও তার বোনেরে খুব কষ্ট হয়। সে ব্যক্তি Incontinence (নয়িন্ত্রণহীন মুত্রত্যাগ) রোগে আক্রান্ত (আল্লাহ্ আপনাদরে সম্মানতি করুন)। তনি ফজরেরে নামায পড়নে (ঠিকি সময়ে পড়নে)। যোহর ও আসর একত্রে পড়নে। মাগরিবি ও এশা একত্রে পড়নে। এ বোন তার ভাইকে পরষিকার করা ও পবিত্রতা করা সম্পর্কে জানতে চান? এবং তার ভাই কি এর চয়েে বেশি ওয়াক্তরে নামায একত্রে আদায় করার বুখসত (ছাড়) আছে? কেননা শটৌচকর্ম ও ওয়ু করতে তার ভাইয়েরেও কষ্ট হয় এবং তারও কষ্ট হয়। তার জন্যে কি তায়াম্মুম করা জায়যে হবে? কথিবা Diaper না খুলে নামায পড়া কি জায়যে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ্।

এক:

মূল বধিান হচ্ছে—একজন পুরুষেরে লজ্জাস্থান তার মা বা বোন কউেই দেখা জায়যে নয়। দললি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: "তুমি তোমার লজ্জাস্থানকে হফোযতে রাখ (সবার কাছ থেকে); শুধু তোমার স্ত্রী ও তোমার দক্ষিণহস্ত যার মালিকি (দাসী) সে ছাড়া"। [সুনানে আবু দাউদ (৪০১৭), সুনানে তরিমযি (২৭৯৪), তরিমযি বলেনে: হাদসিটি হাসান। শাইখ আলবানীও 'সহহিত তরিমযি' গ্রন্থে হাদসিটিকে হাসান বলছেন]

তবে, বোনেরে জন্য তার ভাইকে পরষিকার করা জায়যে হবে; যদি ভাই নজিে নজিকে পরষিকার করতে অক্ষম হয় এবং তার স্ত্রী না থাকে; যনি তার সবো করবনে ও তাকে পরষিকার করে দবিনে এবং তার খদেমত করার জন্য পুরুষ কউে না থাকে। কেননা জরুরী পরিস্থিতিতে ও তীব্র প্রয়োজনরে ক্ষত্রে লজ্জাস্থান অনাব্ত করা ও স্পর্শ করা জায়যে আছে। তবে, যে যবে অবস্থায় লজ্জাস্থানেরে দকিে না তাকয়িে ও হাত দয়িে স্পর্শ না করে করা সম্ভবপর সে সে ক্ষত্রে সতোবে করাটা তার উপর ওয়াজবি। আর উত্তম হচ্ছে—কোন একটি আচ্ছাদন ব্যবহার করে কাজটিকরা; যমেন- কোন ন্যাকড়া বা মোজা বা এ



জাতীয় অন্য কছি।

দুই:

নামাযেরে মূল বধিান হচ্ছে— সক্ষমতা অনুযায়ী নামায এর নরিদষ্টি ওয়াক্তে আদায় করা। দললি হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “নশ্চয় নরিধারতি সময়ে নামায আদায় করা মুমনিদেরে ওপর ফরয”।[সূরা নসিা, আয়াত: ১০৩] কছি কছি অবস্থায় যোহর ও আসর এবং মাগরবি ও এশার নামায অগ্রমি একত্রে কথিবা বলিম্বে একত্রে আদায় করা জায়যে আছ; যমেন- সফর অবস্থায়, রোগেরে কারণে ও এ জাতীয় অন্য কোন কারণে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) "মাজমুউল ফাতাওয়া" গ্রন্থে (২২/২৯৩) বলেন: "নামায একত্রে আদায় করার কারণ হচ্ছে— প্রয়োজন ও ওজর। যদি একত্রে নামায আদায় করার প্রয়োজন হয় তাহলে সফর সংক্ষিপ্ত হোক কথিবা দীর্ঘ হোক নামায একত্রতি করতে পারবে। অনুরূপভাবে বৃষ্টিও এ ধরণেরে কোন কারণেও একত্রতি করতে পারবে। রোগ ও এ ধরণেরে কোন কারণেও একত্রতি করতে পারবে। এছাড়াও অন্যান্য কারণে নামায একত্রতি করতে পারবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে- উম্মতেরে উপর থেকে কাঠনিয় দূর করা।"[সমাপ্ত]

আরও জানতে [97844](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

শরিয়তে দুই ওয়াক্তেরে চয়ে বশেি নামায একত্রতি করার বুখসত (ছাড়) আসনেি। অসুস্থ ব্যক্তিরি জন্য কোন নামায নরিদষ্টি সময় ব্যতীত অন্য সময়ে আদায় করা জায়যে নয়; তবে শরিয়ত অনুমোদতি একত্রতিকরণেরে অবস্থা ছাড়া। এ কারণে দুই ওয়াক্তেরে চয়ে বশেি নামায একত্রে আদায় করা জায়যে নয়। কেননা শরিয়তে এমন কোন বধিান নাই।

স্থায়ী কমটিরি আলমেগণকে জিজ্ঞেসে করা হয়: এমন এক রোগীনি সম্পর্কে যনি তার রোগেরে কারণে এবং এক হাসপাতাল থেকে অপর হাসপাতালে স্থানান্তরতি হওয়ার কারণে সময়মত নামায পড়তে পারনে না; জবাবে তারা বলেন: "নামায নরিধারতি সময়েরে পরে পড়া জায়যে নয়। আপনার উচতি নরিধারতি সময়েরে মধ্যে আপনার সাধ্যানুযায়ী নামায পড়ে নয়ো। দললি হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: "তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় কর, যদি তা না পার তাহলে বসে বসে আদায় কর, যদি সটোও না পার তাহলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় কর। যদি সটোও না পার তাহলে চটি হয়ে শুয়ে নামায আদায় কর।" রোগীর জন্য যোহর ও আসরেরে নামায একত্রে আদায় করা জায়যে; দুই ওয়াক্তেরে কোন এক ওয়াক্তে। এবং মাগরবি ও এশার নামায একত্রে আদায় করা জায়যে; দুই ওয়াক্তেরে কোন এক ওয়াক্তে।"[ফাতাওয়াল লাজনাই আদ-দায়মি (৮/৮৩) থেকে সমাপ্ত]

তনি:

পানি থাকা ও পানি ব্যবহারেরে সক্ষমতা থাকা সত্বেও তায়াম্মুম করা জায়যে নয়। কনিতু, রোগী যদি নিজি পানি ব্যবহার করতে না পারনে কথিবা পানি ব্যবহার করলে ক্বতরি আশংকা করনে কথিবা পানি ব্যবহার করতে গিয়ে তার তীব্র কষ্ট হয়;



সন্ধ্যেরে তার জন্ম তায়াম্মুম করা জায়যে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কটে পায়খানা থেকে (মলমুত্র ত্যাগ করে) আসে কিংবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং (গোসল করার জন্ম) পানি পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং (যথারীতি) মুখমণ্ডল ও হাত মুছে নবে। আল্লাহ তো মার্জনাকারী, কৃপাশীল।"[সূরা নসি, আয়াত: ৪৩]

কাযী ইবনুল আরাবী তাঁর "আহকামুল কুরআন"এ (১/৫৬০) বলেন:

"রোগে মান হচ্চে—শরীর তার সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বক্র ও অস্বাভাবিক অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া। এটি দুই ধরণে হতে পারে: সামান্য ও অধিক। হতে পারে রোগী পানি ব্যবহার করতে ভয় পাচ্ছে। হতে পারে রোগীকে পানি তুলে দয়ার মত কটে নই এবং রোগী নিজের পানি উঠাতে সক্ষম নয়। আয়াতের শর্তহীন ভাষা প্রত্যকে এমন রোগীকে পানি ব্যবহারের বৈধতা দিচ্ছে, যিনি পানি ব্যবহারে ভয় পাচ্ছেন ও কষ্ট পাচ্ছেন।"[সমাপ্ত]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: "আমি বিছিনায় শয্যাশায়ী। নড়াচড়া করার মত শক্তিরিখি না। এমতাবস্থায় আমি নামাযের জন্ম কভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে পারি ও নামায পড়তে পারি? জবাবে তাঁরা বলেন: এক মুসলমিরে উপর পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজবি। যদি কোন রোগের কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হয় তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে। যদি তায়াম্মুমও করতে না পারে তাহলে তার উপর থেকে পবিত্রতার বধিান মওকুফ হয়ে যাবে এবং সে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় নামায পড়বে। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর"। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "তবে দ্বীনরে ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কষ্ট চাপিয়ে দেননি।"[সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৭৮] পক্ষান্তরে, পশোব ও পায়খানার যা কিছু বরে হয় সেটা পাথর দিয়ে কিংবা পবিত্র টিস্যুপপোর দিয়ে পরিষ্কার করাই যথেষ্ট। এগুলো দিয়ে ময়লা বরে হওয়ার স্থানটি তিন বা ততোধিকবার পরিষ্কার করবে; যাত করে স্থানটি নির্মল হয়ে যায়।"[ফাতাওয়াল লাজনাদ্ দায়মি (৫/৩৪৬)]

চার:

কোন রোগীর জন্ম নাপাকি বহনকারী Diaper নিয়ে নামায আদায় করা জায়যে নয়। এর বদলে সে ব্যক্তির নিকটে কোন পাত্র রাখতে পারেন; যাত তনিতার প্রয়োজন সারবনে এবং ঢলি, টিস্যু বা এ জাতীয় অন্য কিছু ব্যবহার করে তনি শৌচক্রম করবেন।

যদি তার জন্ম Diaper ব্যবহার করা সহজতর হয়; সে ক্ষেত্রে তার উপর ওয়াজবি হল— Diaper-এ নাপাকি থাকলে নামাযের পূর্বে সেটা খুলে ফেলো ও অন্যটা পরা। অনুরূপভাবে তাকে নাপাকি থেকে শৌচক্রমও করতে হবে। আর যদি তনি পশোব-বরা রোগে আক্রান্ত হন তাহলে তার উপর ওয়াজবি হল নাপাকি বরে হওয়ার স্থানটি ধৌত করা। এরপর তনি এমন কিছু পরিধান



করবনে যাতনে করে পশোব না ছড়ায় এবং নামাযরে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর ওয়ু করবনে; যদি কোনে কিছু বরে হয়ে থাকে।
প্রত্যকে নামাযরে জন্য তাকে পশোব বরে হওয়ার স্থানটি বা পট্টিটি ধৌত করতে হবে না। যদি তিনি পশোবকে সংরক্ষণ
করার ক্ষত্রে কসুর করনে তাহলে ভিন্ কথ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।